বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ আদেশ

বিইআরসি আদেশ নম্বর: ২০১৯/০১

তারিখ: ৩০ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	১
২	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	২
৩	আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৬
৬	গণশুনানি-পরবর্তী মতামত	৯
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	১০
৮	ট্রান্সমিশন চার্জ আদেশ	১৩

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ অনুসারে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানপূর্বক বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে অদ্য ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ আবেদনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.১ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২৩৫ টাকা থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.৫৪২০ টাকায় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.৬৪৪৩ টাকায় নির্ধারণের জন্য তাদের ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৯.০০০৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে প্রস্তাব দাখিল করে। পরবর্তীতে প্রতি ঘনমিটার ট্রান্সমিশন চার্জ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০.৫৬৬৫ টাকায় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০.৫৬৭৬ টাকায় নির্ধারণের জন্য ৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে ২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৯.০০০৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করে। জিটিসিএল ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে সঞ্চালন পাইপলাইনে পিগিং কার্যক্রম এবং পাইপলাইন ও কম্প্রেসর স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ বিবেচনায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি, জনবল খাতে নতুন নিয়োগের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি, দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনকল্পে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির প্রয়োজনে জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধি করা না হলে জিটিসিএল এর পক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং Debt Service Liabilities (DSL) পরিশোধসহ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং কোম্পানীতে তারল্য সংকট সৃষ্টি হবে।

১.২ প্রস্তাবে জিটিসিএল আরও উল্লেখ করে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ২৪,২৩৮.৮০ মিলিয়ন ঘনমিটার, যা হতে ০.২৫% হারে সঞ্চালন সিস্টেম লস বাদ দিলে দাঁড়ায় ২৪,১৭৮.২০ মিলিয়ন ঘনমিটার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩০,৮৯৬.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার, যা হতে ০.২৫% সঞ্চালন সিস্টেম লস বাদ দিলে দাঁড়ায় ৩০,৮১৯.২১ মিলিয়ন ঘনমিটার। জিটিসিএল এর প্রস্তাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩১৩ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩,২৩১.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট [প্রথম পর্যায়ে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত Floating Storage and Re-gasification Unit-FSRU এর মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে Summit LNG Terminal Co কর্তৃক স্থাপিত FSRU এর মাধ্যমে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট] বা বার্ষিক ১০,৩৩৫.৬৪ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএলএনজি আমদানি বিবেচনায় আমদানিকৃত এলএনজি সঞ্চালন বিবেচনা করা হয়েছে।

২.০ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২.১ কমিশন জিটিসিএল এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে আগ্রহী পক্ষগণকে গণশুনানি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করে।

২.২ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী কমিশন জিটিসিএল এর আবেদন প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

৩.০ আবেদন কমিশন কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩.১ জিটিসিএল এর আবেদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং উপরিউক্ত প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) অনুসারে তা মূল্যায়নের জন্য 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)'-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩.২ কমিশন ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখ সোমবার সকাল ১০:৩০ টায় জিটিসিএল এর আবেদনের ওপর কারওয়ান বাজারস্থ টিসিবি অডিটরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৪.০ আবেদন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়ন

৪.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে TEC জিটিসিএল এর আবেদন মূল্যায়ন করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে, যার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৪.১.১ ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের কূপভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন এবং এলএনজি আমদানির পরিমাণ নিরূপণের লক্ষ্যে TEC ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এবং রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে আলোচনা করে। একইভাবে বিদ্যুৎ প্লান্টসমূহে গ্যাসের চাহিদা/সরবরাহ, গ্যাস সঞ্চালন ইত্যাদি বিষয়ে TEC পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), জিটিসিএল এবং গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহের সাথে আলোচনা করে।

৪.১.২ জিটিসিএল তাদের আবেদনের সাথে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC ২০১৭-১৮ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ (Test Year)/রেফারেন্স বছর বিবেচনা করে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত (Known) এবং পরিমাপযোগ্য (Measurable) মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রোফরমা-সমন্বয়ের (Proforma-Adjustment) মাধ্যমে জিটিসিএল এর ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৪.১.৩ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC উল্লেখ করে যে, ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) কর্তৃক কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। কক্সবাজারের মহেশখালীতে আরও ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন FSRU স্থাপনের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে পেট্রোবাংলা ও Summit LNG Terminal Co এর মধ্যে Terminal Use Agreement (TUA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। Summit LNG Terminal Co এর উক্ত টার্মিনালের মাধ্যমে জিটিসিএল এর মহেশখালী জিরো পয়েন্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য ৫.৩ কিলোমিটার Subsea Pipeline স্থাপন ও টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। জিটিসিএল এর মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন ও চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC আরও উল্লেখ করে যে, মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা দৈনিক সর্বোচ্চ ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হওয়ায়, মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন এবং চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সঞ্চালন মহেশখালী-আনোয়ারা এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.১.৪ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে TEC উল্লেখ করে যে, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে কাতারের Ras Laffan Liquified Natural Gas Company Limited (3) এর সাথে এবং ৬ মে ২০১৮ তারিখে ওমানের Oman Trading International Limited এর সাথে পেট্রোবাংলা LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করেছে। উক্ত SPA অনুযায়ী পেট্রোবাংলা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৪.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন পর্যন্ত এলএনজি আমদানি করতে পারবে এবং স্পট মার্কেট থেকে এলএনজি আমদানি/ক্রয় করা যাবে।

৪.১.৫ TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাসের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৬৩৭.২৮ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ২৭,২৫৭.৮৩ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৫৬২.০২ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ২৬,৪৭৯.৯১ মিলিয়ন ঘনমিটার নিরূপণ করে। TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সঞ্চালন ক্যাপাসিটি বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩২০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩,২৯৯.৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৮,২৬৪.২৬ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি আমদানি বিবেচনা করে এবং দেশে উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ২,৯৫৬.৬০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩০,৫৫৭.২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩,৩৬১.৭১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৩৪,৭৪৪.১৭ মিলিয়ন ঘনমিটার নিরূপণ করে।

৪.১.৬ TEC মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেশীয় গ্যাসের ৮০% এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির ১০০% জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালন বিবেচনায় জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করে এবং কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশ অনুযায়ী কম্প্রেসর/নিজস্ব ব্যবহার ব্যতিত জিটিসিএল এর গড় ট্রান্সমিশন লস ০.২৫% বিবেচনা করে।

৪.১.৭ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্য গ্যাসের পরিমাণ, ট্রান্সমিশন লস এবং বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিম্নোক্ত সারণি-১ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-১: জিটিসিএল এর উৎপাদন প্রান্তে গ্যাস গ্রহণ, ট্রান্সমিশন লস এবং বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)	
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১	উৎপাদন প্রান্তে গ্যাস গ্রহণ	২৫,২৩৪	২৯,৫৭৩
২	ট্রান্সমিশন লস (০.২৫%)	৬৩	৭৪
৩	**বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ** (১-২)	**২৫,১৭১**	**২৯,৪৯৯**

৪.১.৮ TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জিটিসিএল এর আবেদনে বর্ণিত এবং পরবর্তীতে জিটিসিএল এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে TEC কর্তৃক নিরূপিত জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-২ এ উল্লেখ করা হলো:

সারণি-২: জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)		TEC এর ব্যাখ্যা
		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	
১	জনবল	৮০৬	৮৪৬	২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি।
২	অফিস	৫৪২	৬৩৬	২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রতি ঘনমিটার ব্যয়।
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৯৯৬	১,৪৬৯	
৪	কম্প্রেসর স্টেশনে গ্যাস ব্যবহার বাবদ ব্যয়	২৮	৫৬	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ সময়ে আশুগঞ্জ এবং এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনে গ্যাস ব্যবহারের তথ্য অনুযায়ী ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার অনুযায়ী গ্যাসের ক্রয় ব্যয়।
৫	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৪)**	**২,৩৭২**	**৩,০০৬**	-

৬	অবচয়	৩,৫০৮	৪,৬৭৪	মহেশখালি-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, ধনুয়া-এলেঙ্গা-নলকা এবং চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ব্যবহার্য সম্পদের অবচয়।
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ	৪,৯২৫	৬,২০৬	পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১২% ও অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৪.৪১% হারে রিটার্ন; এবং আন্তঃকোম্পানী, সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদের হার যথাক্রমে ২%, ৪% ও ৫% হিসাবে রেট অব রিটার্ন অন রেট বেজ ৪.২৭%।
৮	প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ	২০৫	১৩৩	বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৫%।
৯	কর্পোরেট ট্যাক্স	১,৩৬২	৮৮৩	বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৩৫%।
১০	**মোট সঞ্চালন ব্যয়/ রাজস্ব চাহিদা (৫+..+৯)**	**১২,৭৭৫**	**১৫,৭৭২**	-
১১	অন্যান্য আয়	১,১০৫	১,১০৫	২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত পরিচালন ও অপরিচালন আয়; ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমাকৃত অর্থের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের সুদের হার যথাক্রমে ৫.৫% ও ৯% এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের সুদের হার ৩% বিবেচনায় নিরূপিত সুদ আয়।

TEC এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল এর মোট সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ১২,৭৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ১,১০৫ মিলিয়ন টাকা। একইভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটিসিএল এর মোট সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ১৫,৭৭২ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য আয় ১,১০৫ মিলিয়ন টাকা।

৫.০ গণশুনানি

৫.১ কমিশনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৯-১২৯০ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের দৈনিক সমকাল, দ্যা ডেইলি অবজারভার ও দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কমিশনের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৯-১২৯১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং লিখিত নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের মধ্যে কমিশনে নাম তালিকাভুক্তকরণ এবং গণশুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত কমিশনে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫.২ ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সকল সদস্য গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন।

৫.২.১ গণশুনানিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী জিটিসিএল, দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ, আরপিজিসিএল, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মার্কসবাদী), গ্রিণ পার্টি, বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন, বিউবো, পাওয়ার সেল, ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি), শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন, যাত্রী কল্যাণ সমিতি, জনস্বার্থ রক্ষা জাতীয় কমিটি, ইউনাইটেড কমারশিয়াল লীগ এবং বাংলাদেশ হাউজিং এন্ড ফ্ল্যাট ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক জনাব বদরুল ইমাম; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.২.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক তাৎপর্য উল্লেখপূর্বক ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (Just and Reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব জিটিসিএল কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন।

৫.২.৩ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ হতে আমদানিকৃত এলএনজি সঞ্চালন ও বিতরণ করছে। তিনি পেট্রোবাংলা এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দকে এলএনজি আমদানি, আমদানি ব্যয় নির্বাহ এবং দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বিষয়ে সম্যক ধারনা দেয়ার লক্ষ্যে তাঁদের উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান।

পেট্রোবাংলা এর চেয়ারম্যান বলেন, উন্নত বাংলাদেশ গড়তে নিরবচ্ছিন্ন এনার্জি সরবরাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টর এখানো গ্যাসের উপর নির্ভরশীল এবং দেশীয় কূপ থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। Primary energy যেহেতু পেট্রোবাংলা যোগান দেয়, তাই দেশীয় গ্যাস কোম্পানীসমূহের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানিকৃত ব্যয়বহুল জ্বালানি হিসাবে এলএনজি সঞ্চালন ও বিতরণ করা হচ্ছে। আমদানিকৃত এলএনজির মূল্য বেশি। দেশীয় গ্যাস এবং আমদানিকৃত রি-গ্যাসিফাইড গ্যাস মিশ্রণ করে নতুন দাম নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গ্যাস সংকটের কারণে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে, লাভ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। তিনি জানান যে, কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় নিরূপণ করা হয় প্রতি ঘনমিটার ৮.৬৩ টাকা। এর বিপরীতে বিদ্যমান গড় মূল্যহার প্রতি ঘনমিটার ৭.১৭ টাকা, ঘাটতি প্রতি ঘনমিটার ১.৪৬ টাকা। উক্ত আদেশে গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় মেটাতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল থেকে অর্থায়ন প্রতি ঘনমিটার ০.৪৬ টাকা এবং সরকারি অনুদান প্রতি ঘনমিটার ১.০০ টাকা বিবেচনা করা হয়। ফলে কমিশনের উক্ত আদেশের মাধ্যমে ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হয়নি। এছাড়া, বিবেচ্য সরকারি অনুদানের টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি। তাই মূল্যহার বৃদ্ধির মাধ্যমে উক্ত ঘাটতি সমন্বয়ের বিকল্প নেই মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

পেট্রোবাংলা এর মহাব্যবস্থাপক বলেন, এলএনজি আমদানি ব্যয় মেটাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩,৬৬০ কোটি টাকা অনুদান প্রয়োজন; কিন্তু অর্থ বিভাগ হতে অদ্যাবধি কোন অনুদানের অর্থ পাওয়া যায়নি। মার্কিন ডলারের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে এলএনজি আমদানি বিল সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিক্রয় মূল্যে পরিশোধ করছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পর্যাপ্ত ডলার সঞ্চিতি না থাকায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংককে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা বিবেচনাধীন রয়েছে। এক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য ৫% হারে ব্যয় বৃদ্ধি, দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানি বিবেচনায় বার্ষিক রাজস্ব ঘাটতি প্রায় ২৪,৫৪০ কোটি টাকা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৫.২.৪ কমিশনের চেয়ারম্যান জিটিসিএল-কে তাদের ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। জিটিসিএল ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৫৬৭৬ টাকায় নির্ধারণের আবেদনের যৌক্তিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য মর্মে উল্লেখ করে:

(ক) কোম্পানীর মোট গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের পরিমাণ বর্তমানে ১,৬৫১ কিলোমিটার যা আগামী ২ বছরে বৃদ্ধি করে ২,১৬৫ কিলোমিটারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

(খ) জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ জাতীয় গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৭৯%।

(গ) আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ পাইপলাইন প্রকল্প, তিতাস গ্যাস ফিল্ডস্ (লোকেশন সি-বি-এ) টু তিতাস-এবি পাইপলাইন প্রকল্প, সরাইল-খাটিহাতা-মালিহাতা পাইপলাইন প্রকল্প এবং জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) বিবিয়ানা-ধনুয়া-বনপাড়া-রাজশাহী, ভেড়ামারা-খুলনা, হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা, মনোহরদী-ধনুয়া, গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন আশুগঞ্জ টু বাখারাবাদ, বাখারাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ, মহেশখালী-আনোয়ারা ও কম্প্রেসর ষ্টেশন স্থাপন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(চ) জিটিসিএল এর মোট ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের মোট ব্যয় ৯৯,১৫১.০৮ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে জিটিসিএল এর অর্থায়নের পরিমাণ ৮,৩৩৪.৭৩ মিলিয়ন টাকা।

(ছ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী কমনস্টকের ওপর ১২.০০% রিটার্ন এবং অবশিষ্ট ইক্যুইটির ক্ষেত্রে ৫.১০% রিটার্ন বিবেচনা করা।

৫.২.৫ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে উপস্থাপন করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২.৬ গণশুনানিতে ক্যাব প্রতিনিধি বলেন, সরকার লভ্যাংশ নিচ্ছে কিন্তু বিনিয়োগ করছে না। ভেড়ামারা-খুলনা এবং বিবিয়ানা-ধনুয়া সঞ্চালন পাইপলাইনের আংশিক ব্যবহৃত হচ্ছে। খুলনার মানুষ এখনও গ্যাস পায়নি। অথচ ভেড়ামারা-খুলনা পাইপলাইনের সম্পূর্ণ অংশকে রেট বেজে অন্তর্ভুক্ত করে জিটিসিএল-কে রিটার্ন দেয়া হচ্ছে। তিনি জিটিসিএল এর ০.২৫% সিস্টেম লস বিবেচনা করার যৌক্তিকতার বিষয়ে জানতে চাইলে জিটিসিএল জানায় আন্তজার্তিক মানদণ্ড অনুযায়ী ০.২৫% সঞ্চালন সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয়েছে। জিটিসএল এর সব গ্যাস মিটারিং হয় কিনা ক্যাব প্রতিনিধির এ প্রশ্নের জবাবে জিটিসএল জানায় তাদের সব গ্যাস মিটারিং হয় না।

৫.২.৭ বুয়েট এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম বলেন, upstream price পেট্রোবাংলা নির্ধারণ করে। রেগুলেটর হিসাবে বিইআরসি এর তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দেশীয় কোম্পানী ও আইওসি গ্যাসের আলাদা মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পাকিস্তানে Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA) upstream গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ করে। কমিশন downstream রেগুলেটর; কিন্তু upstream রেগুলেটর এর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বিইআরসি গ্যাসের মোট সরবরাহ ব্যয়ের মাত্র ১৪% এর মূল্যহার নির্ধারণ করে। তিনি বলেন, গ্যাস উন্নয়ন তহবিলের অর্থের হিসাব নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া, ডলারের মূল্য পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে তার সংস্থান এবং গ্যাস দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের জন্য আলাদা ফান্ড গঠন করা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

৫.২.৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক জনাব বদরুল ইমাম বলেন, ২০১৪ সালে আমরা সমুদ্র পেলাম কিন্তু তাতে অদ্যাবধি অনুসন্ধানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় না। গ্যাসের যোগান ব্যবস্থাপনার জন্য মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে পরিচালনা করা আবশ্যক বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.২.৯ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি গ্যাস চুরি রোধকরণ এবং গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণ প্রতিরোধে কমিশনকে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.২.১০ এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং সিস্টেম লসের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.২.১১ গণসংহতি আন্দোলন এর প্রতিনিধি সমুদ্রবক্ষের গ্যাস অনুসন্ধান তরান্বিত করার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.২.১২ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এর প্রতিনিধি বলেন, ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের পর এত অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আবেদন অযৌক্তিক। তিনি সমুদ্রবক্ষের গ্যাস অনুসন্ধান করার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.২.১৩ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর প্রতিনিধি বলেন, উন্নত দেশে ইউটিলিটি-কে কোনো ভতুর্কি প্রদানের ব্যবস্থা নেই। উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশে যদি মার্কেট প্রাইস নির্ধারণ করা হতো তাহলে গ্যাসের দাম বর্তমান দামের কয়েকগুণ বেশি হতো। সরকার কর্তৃক জ্বালানি খাতে ভর্তুকি কমাতে পারলে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে। গ্যাস ইউটিলিটিসমূহের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়ে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

৬.০ গণশুনানি-পরবর্তী মতামত

৬.১ জিটিসিএল ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। জিটিসিএল এর উক্ত মতামতে গাড়ী নিলাম ও প্রকল্পের Performance Guarantee নগদায়ন এবং কনডেনসেট বিক্রয় হতে আয় নিয়মিত আয় হিসাবে বিবেচনা না করা; সুদ বাবদ আয় হ্রাস পাওয়া; আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বছরে ১,১৮২.৩১ মিলিয়ন টাকা এবং উক্ত স্টেশনসমূহে ব্যবহৃত গ্যাসের মূল্য ৪০৮.৬৫ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা; জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা ও এর অধীনস্থ কোম্পানী, সরকার ও দাতা সংস্থা হতে গৃহিত ঋণের আসল ও সুদ তথা DSL, কর্পোরেট ট্যাক্স, ডিভিডেন্ড এবং নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্প খাতে অর্থ সংস্থানের জন্য ৮,১২৭.৭০ মিলিয়ন টাকা হিসাবে আনা; কোম্পানীর রিটার্ন ১২% এর অধিক বিবেচনায় করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়।

৬.২ ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে ক্যাব গণশুনানি-পরবর্তী মতামত এবং ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণশুনানি-পরবর্তী সম্পূরক মতামত প্রদান করে। গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব উল্লেখ করে যে, কমিশনের ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের আদেশে গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ মূল্যহার এবং পাইকারি গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির ফলে প্রতি ঘনমিটার ১.৪৬ টাকা ঘাটতি গ্যাসের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি ছাড়াই সরকারি অনুদান এবং জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলের অর্থে সমন্বয় করা হয়। আইনে এক অর্থবছরে একবারের বেশী মূল্যহার বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলেও পরবর্তীতে ৩ (তিন) মাসের ব্যবধানে লাইসেন্সীগণ গ্যাসের সঞ্চালন, বিতরণ ও পাইকারি গ্যাসে আরো ব্যয় বৃদ্ধি সংযোজন করে প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় ১৪.১৯ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করে এবং সমুদয় ঘাটতি ভোক্তাপর্যায়ে মূল্যহার বৃদ্ধি দ্বারা সমন্বয় করার প্রস্তাব করে। সঞ্চালন ও বিতরণ মূল্যহার এবং পাইকারি গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব বিইআরসি এর আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে ক্যাব উল্লেখ করে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব প্রবিধানমালা মোতাবেক না হলে বিইআরসি গ্রহণ করতে পারে না বলেও ক্যাব উল্লেখ করে। গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবসমূহ খারিজ করার দাবী জানায়।

ক্যাব উপরিউক্ত মতামতে সঞ্চালন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২ টাকা নির্ধারণের ৩ (তিন) মাসের ব্যবধানে সঞ্চালন মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের যৌক্তিকতা জিটিসিএল প্রমাণ করতে পারেনি বলে দাবী করে। ক্যাব এর মতামতে ব্যবহারে নেই এমন সম্পদ মূল্যহার নির্ধারণে বিবেচনায় না নেয়া, উৎস লাইনে গ্যাস প্রাপ্তির নিশ্চয়তা যাচাই ব্যতীত ভেড়ামারা-খুলনা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করায় গ্যাসের অভাবে এ সঞ্চালন লাইন অব্যবহৃত থাকা, সঞ্চালন কোম্পানীর রাজস্ব চাহিদা অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ বিদ্যমান ঘাটতিতে সমন্বয় করা, জিটিসিএল এর প্রতি কিলোমিটার লাইন নির্মাণ ব্যয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় সঞ্চালনে আর্থিক ঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া, জিটিসিএল সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির জন্য এবং সঞ্চালনে অযৌক্তিক ব্যয় চিহ্নিত ও নির্ধারণের জন্য পক্ষজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা এবং আনীত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জিটিসিএল এর মূল্যহার ব্রেক ইভেনে নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৭.০ কমিশনের পর্যালোচনা

৭.১ গণশুনানিতে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদার তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের গ্যাস উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণের ভিত্তিতে জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করা যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.২ শুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে সমুদ্রবক্ষে গ্যাস অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা, মাল্টিক্লায়েন্ট সার্ভে পরিচালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। কমিশন মনে করে যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এসকল বিষয় কমিশনের আওতাভুক্ত নয়।

৭.৩ গণশুনানিতে এবং গণশুনানি-পরবর্তী মতামতে ব্যবহারে নেই এমন সম্পদ মূল্যহার নির্ধারণে বিবেচনায় না নেয়া, সঞ্চালন পাইপলাইনের ক্ষমতার আংশিক ব্যবহার এবং প্রতি কিলোমিটার লাইন নির্মাণ ব্যয় স্ট্যান্ডার্ড ব্যয়ের তুলনায় বেশী হওয়ায় ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়া, ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিত পাইপলাইনসমূহ প্রচলিত ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সম্পাদিত হওয়ায় সেগুলোর প্রকৃত ব্যয় ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৭.৪ সরকার লভ্যাংশ নিচ্ছে কিন্তু বিনিয়োগ করছে না মর্মে গণশুনানিতে বক্তব্য এসেছে। কমিশন লক্ষ্য করে যে, সরকার জিটিসিএল এ অদ্যাবধি প্রায় ২৫,৪৩৭.২২ মিলিয়ন টাকা ইক্যুইটি হিসাবে বিনিয়োগ করেছে।

৭.৫ ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ২,৫৬২ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ২৬,৪৭৯.৯১ মিলিয়ন ঘনমিটার মর্মে গণশুনানিতে উপস্থাপিত হয়েছে, যা বিবেচনা করা যায়। গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর প্রস্তাবে দৈনিক গড়ে ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি আমদানির বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। পেট্রোবাংলা কাতার এবং ওমান থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং কাতার ও ওমান থেকে এলএনজি আমদানি শুরু করেছে। Excelerate Energy Bangladesh Limited কর্তৃক স্থাপিত প্রথম FSRU এর মাধ্যমে ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ থেকে এবং Summit LNG Terminal Co কর্তৃক স্থাপিত দ্বিতীয় FSRU এর মাধ্যমে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ থেকে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। জিটিসিএল এর ৩০" ব্যাসের ৯১ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখালী-আনোয়ারা এবং ৪২" ব্যাসের ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪২" ব্যাসের ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখালী-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন ও ৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট (জুলাই ২০১৯ এ ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, আগস্ট ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং মার্চ-জুন ২০২০ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৯০০ মিলিয়ন ঘনফুট) বা বার্ষিক মোট ৮,৭৮২.৪৬ মিলিয়ন ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ৮০.৪৭% এবং আমদানিকৃত গ্যাসের ১০০% হিসাবে মোট ৩০,০৯০.৮৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালনের বিষয় বিবেচনা করা যায়।

৭.৬ জিটিসিএল এর আবেদনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪২" ব্যাসের ৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মহেশখালি-আনোয়ারা সমান্তরাল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, ৩৬" ব্যাসের ১৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম-ফেনী-বাখরাবাদ সঞ্চালন পাইপলাইন এবং ৩০" ব্যাসের ৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ধনুয়া-এলেঙ্গা-নলকা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপিতে নির্ধারিত ব্যয় রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পসমূহের প্রকৃত ব্যয় চূড়ান্ত না হওয়ায় এসকল প্রকল্পের ব্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদার আওতাবহির্ভূত রাখা যায়।

৭.৭ জনবল খাতে যাচাইবর্ষের তুলনায় বার্ষিক ৫% হারে ব্যয় বৃদ্ধি, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার ব্যয়, কম্প্রেসর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং কম্প্রেসর স্টেশনে গ্যাস ব্যবহার খাতে গণশুনানি পরবর্তী মতামতে জিটিসিএল এর বর্ণিত ব্যয়, অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে সুদ বাবদ আয়, কনডেনসেট ট্রান্সমিশন বাবদ আয় এবং বিবিধ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। সুদ আয় নিরূপণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে উল্লিখিত স্থায়ী আমানত এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করা যায়। উক্ত অর্থের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমাকৃত অর্থের সুদের হার যথাক্রমে ৬.২৫% ও ৯.৫০% এবং স্পেশাল নোটিশ ডিপজিট হিসাবে জমাকৃত অর্থের সুদের হার ৩.৫০% হারে সুদ বিবেচনা করা যায়। রেট অব রিটার্ন অন রেট বেজ নির্ধারণে পরিশোধিত মূলধনের ক্ষেত্রে ১২% হারে এবং অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেজারি বিলের নিলাম রেট হিসাবে ৫.৪০% হারে রিটার্ন বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৮ জিটিসিএল এর আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন, গণশুনানিতে অংশগ্রহণকারী স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-পরবর্তী প্রাপ্ত মতামত/তথ্য এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদা কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত সারণি-৩ এবং সারণি-৪ অনুযায়ী ধার্য করা যথাযথ বিবেচিত হয়:

সারণি-৩: জিটিসিএল এর সঞ্চালন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ, ট্রান্সমিশন লস এবং গ্যাস সঞ্চালন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	মোট গ্যাস উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ	৩৫,২৬২.৩৭
২	জিটিসিএল কর্তৃক উৎপাদন/আমদানি প্রান্তে গ্যাস গ্রহণের পরিমাণ	৩০,০৯০.৮৪
৩	জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন লস (০.২৫%)	৭৫.২২
৪	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ** (২-৩)	**৩০,০১৫.৬২**

সারণি-৪: জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল	৮৪৬.০০
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস এবং অন্যান্য: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি গ্যাস ব্যবহার বাবদ ব্যয়	 ১,৩১৩.৫৭ ৬৪৬.৭৮ ০.০১ ৪০৮.৬৫ ২,৩৬৯.০১
৩	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২)**	**৩,২১৫.০১**
৪	অবচয়	৪,২১৮.৫৪
৫	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল	১৫৮.২২
৬	কর্পোরেট ট্যাক্স	১,০৫২.১৮
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ	৫,১০৭.৭৫
৮	**মোট সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা (৩+...+৭)**	**১৩,৭৫১.৭০**
৯	**অন্যান্য আয় (ট্রান্সমিশন চার্জ ব্যতীত)**	**১,১৪৭.৩৩**

২০১৯-২০ অর্থবছরে জিটিসিএল এর মোট সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা ১৩,৭৫১.৭০ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৪৫৮২ টাকা। বিদ্যমান অন্যান্য আয় ১,১৪৭.৩৩ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.০৩৮২ টাকা। এমতাবস্থায়, জিটিসিএল এর বিদ্যমান ট্রান্সমিশন চার্জ অপরিবর্তিত রাখা যায়।

৮.০ ট্রান্সমিশন চার্জ আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ করছে যে-

৮.১ জিটিসিএল এর বিদ্যমান ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২৩৫ টাকা অপরিবর্তিত থাকবে।

৮.২ জিটিসিএল নিজস্ব জনবল দ্বারা কম্প্রেসর স্টেশন পরিচালনায় আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন করবে।

৮.৩ কমিশনের ইতঃপূর্বের অন্যান্য আদেশ বহাল থাকবে।

৮.৪ এ আদেশ ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(ছুটিতে)
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান